সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার কর্তৃক প্রদত্ত

বাণী

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের শুভেচ্ছা

শিক্ষা ও গবেষণায় আধুনিক কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, মেধা ও মননে অনন্য করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৬ সালের ২ নভেম্বর দেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত পূণ্যভূমি সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বছর ঘুরে আবারো আমাদের মাঝে এই শুভদিনটি ফিরে এলো। কৃষি শিক্ষার জ্ঞানতীর্থ হয়ে উঠা এবং কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি আধুনিক জাতি গঠনের উপযোগী গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি, জাতি গঠনে তারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নানা কর্মসূচি পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ কালের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সংগঠিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতায় বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ত্রিশ লক্ষ শহীদ, সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা-বোন এবং অকুতোভয় বীর সৈনিক যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। কৃষির উন্নয়ন এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারে। বাংলাদেশ তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল সিলেটের কৃষির উন্নয়নে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকারের কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে "কৃষিই কৃষ্টি, কৃষিই সমৃদ্ধি" শ্লোগানকে সামনে রেখে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞানীরা লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও কৃষির বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলসহ বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, বিতর্ক, প্রবন্ধ ও রচনা প্রতিযোগিতা সহ নানাবিধ পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত চলমান। আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা এখন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের শিক্ষক ও গবেষকদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে উপকার পাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। এতে করে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়ছে। যাদের কারনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল হয়েছে তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ।

করোনা মহামারীর প্রকোপ এখন কিছুটা কমলেও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। প্রায় দুই বছর ধরে আমরা একটি দুঃসহ সময় পার করেছি। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। সরকারী সিদ্ধান্তে সরাসরি ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করলেও এই মহামারীর সময়ে সিকৃবির অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা অব্যাহত ছিল। প্রশাসনিক কাজও থেমে ছিলো না। স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল রাখার পাশাপাশি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছি। এসময় গবেষণাও থেমে থাকেনি। এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন করে কয়েকটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে হল খোলা রয়েছে এবং ক্লাসরুমেও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে গতিশীল করেছি।

প্রতিবছর ২ নভেম্বর আসলেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে উঠে। প্রাক্তন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নিজেদের আবেগের কথা নানা মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কথায় ও আড্ডায় স্মৃতি রোমন্থন করেন। এসব আনন্দের মাঝেও করোনায় আক্রান্ত হয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল শিক্ষক-কর্মকর্তা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এই শুভলগ্নে আমাদের সকল সামর্থ্য ও সদিচ্ছাকে সুসংহত করে দেশকে এগিয়ে নিতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১ নভেম্বর ২০২১
প্রশাসন ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।